নার্স করোনায় আক্রান্ত হতেই ছড়াল চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৮ জুন ঃ এবার কোচবিহার জেলার হলদিবাড়িতে করোনা আক্রান্তের হদিশ মিলল। তিনি হলদিবাড়ি শহরের পূর্বপাড়ার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের একজন স্টাফ নার্স হিসেবে তিনি কর্মরত। রবিবার তাঁর শরীরে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়েছে। হলদিবাড়িতে এই প্রথম করোনা আক্রান্তের হদিশ মিলল। এদিকে তাঁর স্বামী শহরের একটি রেশনের দোকান চালান। স্ত্রীর সঙ্গে তিনিও সংক্রমিত হলে গোষ্ঠী সংক্রমণের সম্ভবনাও থেকে যাচ্ছে। এতেই আতঙ্কিত হলদিবাড়ির মানুষজন। ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, ওই স্বাস্থ্যকর্মী জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে লেবার ওয়ার্ডের সিনিয়র নার্সিং স্টাফ। বুধবার তাঁর লালার নমুনা সংগ্রহ করা হয়। রবিবার রিপোর্ট এলে দেখা যায় তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। রাতে সেই খবর এসে পৌঁছায় হলদিবাড়ি ব্লক প্রশাসনের নিকট। এতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে খবর পৌঁছাতেই নড়েচেড়ে বসে হলদিবাড়ি ব্লক প্রশাসন। রাতেই ওই স্বাস্থ্য কর্মীর বাড়ির সামনে পৌঁছান বিএমওএইচ ডাঃ তাপস কুমার দাস, হলদিবাড়ির বিডিও সঞ্জয় পন্ডিত, হলদিবাড়ি থানার আইসি দেবাশীষ বসু, মেখলিগঞ্জের বিধায়ক অর্ঘ্য রায় প্রধান সহ পুর স্বাস্থ্য কর্মীরা। রাতেই ওই স্বাস্থ্যকর্মীর বাড়ি বাঁশ দিয়ে ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। সেই সঙ্গে অন্য সদস্যদের বাড়ি থেকে না বের হওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়। বিডিও সঞ্জয় পন্ডিত জানান, ওনার দেহে কোন উপসর্গ ছিল না। স্বাস্থ্যকর্মী হওয়ায় তাঁর লালারসের নমুনা টেস্ট করা হয়। তাতেই বিষয়টি সামনে আসে।

হাতির হানায় মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৮ জুন ঃ সাত সকালে হাতির হানায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। সোমবার ভোরে শৌচকর্ম করতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম রাতু ওরাওঁ (৫৫)। বাড়ি মাদারিহাটের উত্তর ছেকামারি। ওই ব্যক্তি এদিন সকালে বাড়ির পাশে এক ব্যক্তির সেগুন গাছের বাগানে গিয়েছিলেন। সে সময় হাতিটি আক্রমণ করে। ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। রাতুর স্ত্রী শুকরি ওরাওঁ জানান, বাড়িতে পাকা শৌচাগার থাকলেও তা ভাঙ্গা। জঙ্গলেই যেতে হয়। এদিন সকাল ৫টা নাগাদ তার স্বামী শৌচকর্ম করতে পাশের সেগুন গাছের বাগানে যায়। হঠাৎ একটি দাঁতাল হাতি সেটিতে এসে স্বামীকে শুঁড়ে তুলেই আছাড় দিয়ে দাঁত দিয়ে গলার শ্বাসনালী ছিঁড়ে ফেলে। তিনি জানান তার একমাত্র ছেলে সুরেশ কেরালায় থাকে। স্বামীর রোজগারেই সংসার চলত। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। এদিকে এলাকাবাসীদের অভিযোগ প্রতিদিন সারারাত ধরে হাতির অত্যাচারে দিশেহারা। কিন্তু পর্যাপ্ত সংখ্যায় বনকর্মীদের টহল দিতে দেখা যায় না। এলাকার যুবকদের হাতি তাড়ানোর কাজে লাগানোর দাবি জানিয়েছেন তারা। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক দেবদর্শন রায় জানান, সরকারি নিয়মে ওই ব্যক্তির পরিবার প্রথম কিস্তির ২ লক্ষ টাকা চলতি সপ্তাহেই পেয়ে যাবেন। দ্বিতীয় কিস্তির ২ লক্ষ টাকা ডেথ সার্টিফিকেট পাওয়ার পর দেওয়া হবে। মাদারিহাট থানার ওসি টিএন লামা জানান মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ারে পাঠানো হবে। এদিকে হাতিটি ওই ব্যক্তিকে মারার পর মঙ্গনান সাহা নগরের একটি বাগানে ঢুকে যায়।

বাজ পড়ে ফাটল বাড়ির ছাদে এলাকাজুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৮ জুন ঃ বজ্রপাতে দালান বাড়ির ছাদে ধরেছে ফাটল। বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়েছে। দেওয়ালে যত্রতত্র ছোট-বড় ফাটল ধরেছে। আতঙ্কিত বাড়ির সদস্য থেকে এলাকাবাসী। ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়ার রতনপুর গ্রামে। রবিবার দুপুর নাগাদ এলাকায় শুরু হয় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি। বৃষ্টির পাশাপাশি একের পর এক বাজ পড়তে থাকে। আর সে সময় বাজ পড়ার বিকট শব্দে কান চাপা দেওয়া অবস্থা হয়। বাড়ির কর্তা তাপস ঘটক জানান খুব জোর বেঁচে গেলাম। এদিন দুপুর দুটো নাগাদ এক বিকট শব্দ হয়ে ওঠে। সেই সময় লক্ষ্য করি আলোকরশ্মির ঝলকানিও। আমার বাড়ির ছাদে দীপাবলি দেওয়া স্বর্ণ বাতিস্তম্ভ লাগানো ছিল। সেটা খোলা হয়নি। ওই বাতিস্তম্ভে বাজটি পড়ে। মুহূর্তের মধ্য বাতিটিকে খণ্ড খণ্ড করে দেয়। ছাদের একাংশ ফাটল ধরেছে। গোটা বাড়ির বেশ কিছু স্থানে ভিজ ভিজ দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। ঢালাইয়ের পাশে পলেস্তারা খসে পড়েছে। জাম্পার নামিয়ে রেখে ছিলাম বলে ইলেকট্রিকের ক্ষয়ক্ষতি সেরকম কিছু না হলেও একটি জলের পাম্প মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে। এতো বড় ক্ষতি কি ভাবে সামাল দেবো বুঝতে পারছি না। এলাকার বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা দাস জানান, বাড়িতে বাচ্চা রয়েছে। বাজের তীব্রতা বেশ জোরালো ছিল। আমার মেয়ে আতঙ্কিত হয়ে কোলে ঢুকে পড়ে। পাশাপাশি ওই এলাকায় একাধিক বাড়িতেই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা যায়। রতনপুরের পাশের গ্রামে একটি গরু মারা গিয়েছে, পল্লীমঙ্গল সমিতির দুটি পাখা নষ্ট হয়ে গেছে, বহু বাড়িতেই ইনভার্টার ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিকল হয়ে পড়েছে।

দেশের মানুষের কাছে লাইফ লাইন হল ভারতীয় রেলওয়ে। করোনাকালে দেশজুড়ে চলা লকডাউনে থেমে নেই রেলের চাক। দেশবাসীর কাছে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান অব্যাহত রাখতে ওরুত্বের সাথে কাজ করে চলেছে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে। ২এপ্রিল থেকে ৬জুন পর্যন্ত ২২,১২২ টন সামগ্রী পরিবহণ করা হয়েছে দক্ষিণ পূর্ব রেলের পার্সেল এক্সপ্রেস ট্রেনে। সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই জানানো হয়েছে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের তরফ থেকে। -নিজস্ব চিত্র।

সাফাই কর্মীদের সংবর্ধনা প্রদান

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৮ জুন ঃ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়ে নিরলস কাজ করার জন্য সাফাই কর্মীদের সংবর্ধনা জানালো সেবা ভারতী। করোনা ভাইরাসের প্রকোপে আমজনতা যখন গৃহবন্দী জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন তখন থেকেই শহরকে সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছেন সাফাই কর্মীরা। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে সেবা ভারতীর উদ্যোগে প্রায় ২৫০জন সাফাই কর্মীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই উপলক্ষে রবিবার বিকালে বোস্টেল মাঠে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাফাই কর্মীদের চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বরন করার পর তাদের তুলসী গাছের চারা, মাস্ক, সাবান, সহ বিভিন্ন দ্রব্য উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের জেলা সংঘ চালক রবীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক নেতা অবনী মন্ডল সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ফের করোনায় আক্রান্ত মালদা মেডিকেল কলেজের এক নার্স

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ জুন ঃ মালদা মেডিকেলের এক নার্স করোনা আক্রান্ত হলেন। এই ঘটনায় প্রবল আতঙ্ক ছড়িয়েছে শহরে। আক্রান্ত নার্সকে পুরাতন মালদার কোভিড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনায় মেডিকেল কর্তৃপক্ষের কর্মপদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এদিকে মেডিকেলের ভাইরোলজি বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় পাঁচজন করোনা সংক্রমিত হয়েছে। অর্থাৎ এনিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২২৮। মালদা মেডিকেলের ভাইরোলজি বিভাগের তরফে জানা গিয়েছে, গতকাল সেখানে মোট ১৯৫১ জনের লালারসের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। তার মধ্যে পাঁচজনের নমুনায় করোনার হদিশ মিলেছে। আক্রান্তদের মধ্যে তিনজন গাজোলের বাসিন্দা। একজন হবিবপুরের বাসিন্দা ও বাকি একজন মালদা মেডিকেলে কর্মরত নার্স। মেডিকেল সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত জেলায় ২১ হাজার ৯৬০ জনের লালারসের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তারমধ্যে পজিটিভের সংখ্যা ৬৮৯। বর্তমানে অপরিশোধিত নমুনার সংখ্যা ১৯৬। এই প্রথম মালদা শহরে করোনা সংক্রামিতের সন্ধান পাওয়া গেল। সংক্রমিত নার্স মালদা মেডিকেলের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ডিউটি করেছিলেন। টানা সাতদিন ডিউটির পর গত ৪ জুন তাঁকে ওই ওয়ার্ড থেকে রিলিজ করা হয়। তার আগে নিয়ম অনুযায়ী তাঁর লালারসের নমুনা নেওয়া হয়েছিল। শারীরিক পরীক্ষাও করা হয়। এরপর তাঁকে বাধ্যতামূলক ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়। কিন্তু মেডিকেল সূত্রে জানা গিয়েছে, আইসোলেশন ওয়ার্ডে ডিউটি চলাকালীন ওই নার্স কাজ সেরে বাড়ি চলে যেতেন। বাড়ি থেকেই তিনি ডিউটি করছিলেন। তাঁর বাড়ি শহরের কৃষ্ণকালীতলা এলাকায়। অথচ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, যে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা কোভিড হাসপাতাল ও বিভিন্ন আইসোলেশন সেন্টারে ডিউটি করবেন, ডিউটি চলাকালীন তাঁরা বাড়ি যেতে পারবেন না। তাঁদের থাকার জন্য শহরের বিবেকানন্দ যুব আবাসে সমস্ত ব্যবস্থাও করেছে প্রশাসন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক নার্স সেই নির্দেশিকা মানছেন না বলে অভিযোগ।

যদিও এনিয়ে কিছু বলতে চাননি মেডিকেলের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, মেডিকেলের আইসোলেশন ওয়ার্ডের এক নার্স করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন বলে খবর পেয়েছি। তাঁকে পুরাতন মালদার কোভিড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে তিনি বাড়ি থেকে ডিউটি করছিলেন কিনা জানি না। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি। এর আগে কোভিড হাসপাতালে ডিউটি করা এক নার্সের লালায় করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছিল। তাঁর বাড়ি গাজোলে। চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এবার আরও এক স্বাস্থ্যকর্মী করোনা সংক্রমিত হলেন। তাঁর বাড়ি সিল করে দিয়েছে প্রশাসন। পরিবারের সবার লালারস সংগ্রহ করা হয়েছে। ওই নার্স এলাকার কারও সংস্পর্শে এসেছিলেন কি না তা খোঁজ নিচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর। গোটা কৃষ্ণকালিতলা এলাকা ঘেরাবন্দী করার চিন্তাভাবনাও চলছে। ওই এলাকার বাসিন্দারাও যথেষ্ট আতঙ্কে ভুগছেন।

আত্মঘাতী যুগল

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৮ জুন ঃ নির্খোজ যুগলের অস্বাভাবিক মৃতদেহ উদ্ধার। বাড়িতে স্ত্রী সন্তান থাকতেও পরকীয়ার অভিযোগ। সোমবার ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার ধোবাঘাট এলাকায়। খবর পেয়ে বাঁকুড়ার বড়জোড়া থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতদের নাম ছোট্টু বাগদী(২৫), কাঁকসার ধোবাঘাট এলাকার বাসিন্দা। মৃত মহিলার নাম কবিতা মাঝি (২১) পুরুলিয়ার বাসিন্দা। ঘটনায় জানা গেছে, ছোট্টু বাগদীর পরিবারে স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে। গ্রামের পাশে ইটভাটায় শ্রমিকের কাজ করত। অন্যদিকে কবিতা মাঝিও ওই ইটভাটায় কাজ করত। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার থেকে ছোট্টু কাজে গিয়ে বাড়ি ফেরেনি। নির্খোজ ছিল। সোমবার গ্রামের পাশে দামোদর নদীর পাড়ে জঙ্গলে একটি গাছে দুজনের একসঙ্গে ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পায় পথচলতি মানুষ। খবর পেয়ে দুজনের পরিবারের লোকজন মৃতদেহ শনাক্ত করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বড়জোড়া থানার পুলিশ।

মাইনে কম দেওয়ার ঘোষনার অভিযোগ

উৎপাদন বন্ধ রেখে পানাগড়ে এক মদ কারখানায় শ্রমিকদের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৮ জুন ঃ শ্রম দফতরের বৈঠকের আগেই শ্রমিক বিক্ষোভ। কাজ করেও মাইনে কম দেওয়ার ঘোষনার অভিযোগ। খবর চউর হতেই ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা উৎপাদন বন্ধ রেখে বিক্ষোভ শুরু করল। সোমবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়াল পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড় শিল্পতালুকের বেসরকারী মদ কারখানায়। উৎপাদন বন্ধ থাকায় মালিক পক্ষের পাশাপাশি রাজ্যের রেভিনিউ লোকসানের আশঙ্কা। যদিও মঙ্গলবারই আঞ্চলিক শ্রম দফতর শ্রমিক ও মালিকপক্ষকে নিয়ে আলোচনার ডাক দিয়েছে। জানা গেছে, সোমবার পানাগড় শিল্পতালুকের বেসরকারী ওই মদ কারখানায় শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করে। উৎপাদন বন্ধ রেখে আধিকারিকদের অফিসের সামনে চলে বিক্ষোভ। শ্রমিকদের অভিযোগ, লকডাউনে কাজ বন্ধ থাকাকালীন কর্তৃপক্ষ কিছু শতাংশ কম দিয়ে মাইনে দিয়েছে। গত মাস থেকে সরকারি নির্দেশিকা মেনে কাজ শুরু হয়েছে। সব শ্রমিক গড়ে প্রায় ১১ দিন করে কাজ করেছে। এখন মালিক পক্ষ ওই ১১ দিনের হিসাব করে মাইনে দিতে চাইছে। শ্রমিকরা জানান, রোটেশনে কাজ করা হয়েছে। এখন ১১ দিনের হিসাবে মাইনে দিলে সংসারে অনটন নেমে আসবে। এরকমই অগ্নিমূল্য বাজার। জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। কম মাইনেতে সংসার চালানো মুশকিল হবে। তাই কাজ যখন করা হয়েছে পুরো মাসের মাইনে দিতে হবে। কোনরকম মাইনে কাটা চলবে না। যদিও বেসরকারী ওই কারখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, লকডাউনেও মাইনে দিয়েছি। কোনরকম কাটছাট করা হয়নি। এখন সরকারি নিয়ম মেনে ৫০ শতাংশ শ্রমিক দিয়ে কাজ করাতে বলেছে। সেটা মেনেই ২০০ জনের ওপর সিডিউল তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু এই সিডিউল মেনে শ্রমিকরা কাজে আসেনি। তারা নিজেদের মতো সিডিউল তৈরী করে হাজিরা কম আসত। কেউ আসতে চাইলে আবার তাকে অনেকে বাধা দিত। ফলে উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটেছে। কর্তৃপক্ষ দাবী করে জানান, উৎপাদন বন্ধ থাকায় লোকসান হয়েছে। রাজ্য সরকারের রেভিনিউ লেকসান হবে। শ্রম দফতর মিটিং ডেকেছে। সেখানে যা সিদ্ধান্ত হবে, সেটা মেনে কাজ হবে। দুর্গাপুর অতিরিক্ত শ্রম আধিকারিক অরুনিমা বিশ্বাস জানান, ওই কারখানার একটি মিটিং আগে থেকে ডাকা হয়েছে। মঙ্গলবার মালিকপক্ষ, শ্রমিকপক্ষ ও ঠিকাদারদের নিয়ে মিটিং রয়েছে। তার আগে এধরনের বিক্ষোভ করা অনুচিত। বিষয়টি স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনকে দেখার জন্য বলেছি।

ভার্চুয়াল সভার প্রচারে ময়দানে বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ জুন ঃ কাঠ ফাটা রোদ উপেক্ষা করে মাঠে-ময়দানে ভার্চুয়াল জনসভার প্রচারে বিজেপি কর্মীরা। জলপাইগুড়ি জেলা থেকে অমিত শার ভার্চুয়াল জনসভায় ষাট হাজার মানুষকে অনলাইনে যুক্ত করার টার্গেট নিল জেলা বিজেপি। জনসভাকে সফল করতে আদা-জল খেয়ে ময়দানে নামলো বিজেপি। টার্গেট ষাট হাজার। কিভাবে সাধারন মানুষ কিংবা চা শ্রমিক থেকে দিনমজুর সোসাল মিডিয়াকে ব্যাবহার করে এই ভার্চুয়াল জনসভায় সামিল হতে পারবে তা বোঝাতে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন নিয়ে দিনমজুরদের হাতে-কলমে শেখাতে দেখা গেলো বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপী গোস্বামীকে। এদিন বিজেপি জেলা সভাপতি বাপী গোস্বামী তার সাথে বিজেপির অন্যান্য নেতা-কর্মীদের নিয়ে চলে যান অরবিন্দ অঞ্চলে। সেখানকার একটি কৃষি জমিতে তখন ১০০ দিনের কাজ চলছিল। তিনি সেখানে গিয়ে কাজ করতে থাকা শ্রমিকদের মধ্যে প্রথমে সংক্ষিপ্ত ভাষনের মাধ্যমে সভার উদ্দেশ্য বোঝান। এরপর তিনি সাধারন মানুষ কি ভাবে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল থেকে সোসাল মিডিয়া ব্যবহার করে সেদিনের ভার্চুয়াল সভা দেখা যাবে তা হাতে-কলমে বোঝাতে দেখা যায় তাকে। বিজেপি জেলা সভাপতি বাপী গোস্বামীর কাছে আমাদের প্রশ্ন ছিল জলপাইগুড়ি জেলাতে বিজেপির ষাট হাজার সদস্যই নেই। তবে কি ভাবে ঐ সময় সম্ভব হবে এত মানুষকে একসাথে সামিল করা? উত্তরে তিনি বলেন, এটা ঠিক কথা যে জলপাইগুড়ি জেলায় আমাদের ষাট হাজার সদস্য নেই। তবে কিভাবে আমরা লোকসভা নির্বাচনে দু'লক্ষ ভোটে জিতলাম। আসলে আমাদের এই সাংগঠনিক জেলায় ২০০৮টি বুথ আছে। প্রতিটি বুথে অ্যান্ড্রয়েড ফোন এক্সপার্ট এমন ৩জন বিজেপি কর্মীকে নিযুক্ত করেছি। কর্মীরা এককেটি মোবাইলের সাথে ছোট সাউন্ড সিস্টেম লাগিয়ে নিয়ে সমস্তদের দুরত্ব বজায় রেখে ১০ জন করে মানুষকে নিয়ে জনসভা শোনাবেন। এই ভাবে বুথ পিছু অন্তত ৩০ জন। ২০০৮ টি বুথে ষাট হাজার মানুষ সামিল তো হবেনই। এছাড়া আরও হাজার হাজার মানুষ এমনিই দেখবে সেই প্রচার চালাচ্ছি আমরা। ঘটনায় পার্বতী রায়, ভক্তি রায় নামে দিন মজুররা জানান, আমরা আজ শিখে নিলাম। ঐ দিন বাড়ির লোকের সাহায্য নিয়ে মোবাইল ফোন থেকে শুনবো। আমাদেরও অনেক চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপার আছে তার কতটা দাবী মেটাবেন অমিত শা সেগুলি আমরা জনসভা থেকে শুনবো বলে মন্তব্য করেন তারা।

করোনা পরীক্ষা করার দাবী জানিয়ে কোয়ারেন্টিন সেন্টারে অনশন শুরু

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৮ জুন ঃ করোনা টেস্টের দাবী জানিয়ে কোয়ারেন্টিন সেন্টারে অনশন বিক্ষোভ শুরু করল পরিযায়ী আবাসিকরা। পাশাপাশি যতদিন পর্যন্ত করোনা টেস্টের রিপোর্ট তারা হাতে না পাচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত কোয়ারেন্টিন সেন্টার ছাড়বে না পরিযায়ী আবাসিকরা। আলিপুরদুয়ার দুই ব্লকের চেপানি হাইস্কুলের কোয়ারেন্টিনে থাকা ৩৭ জন পরিযায়ী আবাসিক সোমবার সকাল থেকে অনশন বিক্ষোভ শুরু করে। অনশনরত শ্রমিকরা জানান, তারা লকডাউনের জেরে ভিন রাজ্যে প্রায় দু'মাস অনাহার, অর্ধাহারে থেকে কষ্টে দিন গুজরান করেছে। জেলায় ফিরে তাদের কোয়ারেন্টিন সেন্টারে ১৪ দিন অতিবাহিত। তা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত একজনের সোয়াব সংগ্রহ করা হয়নি। আবাসিকদের রিপোর্ট দূরঅস্ত। সোয়াব সংগ্রহ না করেই আবাসিকদের কোয়ারেন্টিন সেন্টার ছেড়ে দিতে চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। যদিও স্বাস্থ্যদপ্তরের কোয়ারেন্টিন সেন্টার ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশও আবাসিকরা সেন্টার ছাড়তে অনড়। তাদের দাবী তাদের সোয়াব রিপোর্ট তারা হাতে পেলে তবেই তারা সেন্টার থেকে ছাড়বেন। চেপানি কোয়ারেন্টিন সেন্টারের আবাসিকদের এই দাবীতে সোমবার যথেষ্ট বিপাকে পড়ে যায় জেলা স্বাস্থ্যদপ্তর। এদিন ওই সেন্টারে গিয়ে আবাসিকদের সাথে কথা বলেন জেলা স্বাস্থ্যদপ্তর, পুলিশ-প্রশাসন। যদিও আবাসিকরা তাদের দাবীতে অনড়। সকাল থেকে সেন্টারের একজন আবাসিক মুখে কিছু তোলেননি। সম্প্রতি জেলার বেশ কিছু

কোয়ারেন্টিন সেন্টার থেকে আবাসিকদের সোয়াব পরীক্ষার রিপোর্ট না আসার আগেই ছেড়ে দেওয়া হয় কোয়ারেন্টিন সেন্টার থেকে। অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে রিপোর্ট আসার পর তাদের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। এরপর সেই পজিটিভদের ফের ধরে এনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে শিলিগুড়ি কোভিড-১৯ হাসপাতালে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে কোয়ারেন্টিন সেন্টার থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ওই পজিটিভ ব্যক্তিরা তাদের অজান্তেই মিশে গেছেন তাদের পরিবারের আপনজনদের সাথে। এতে সংক্রমিত হয়েছেন তাদের আপন মানুষ। এই কারনেই ওই কোয়ারেন্টিন সেন্টারের সচেতন আবাসিকরা প্রথমে সোয়াব টেষ্ট এবং হাতে রিপোর্ট নিয়েই বাড়ি ফিরতে চাইছেন। এই বিষয়ে জেলা স্বাস্থ্যদপ্তরের কোন কর্তা মুখ খোলেননি।

রাতের অন্ধকারে বাড়িতে দিল্লি ফেরত পরিযায়ী শ্রমিকরা

কোয়ারেন্টিনে পাঠানোর দাবীতে পথ অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৮ জুন ঃ পরিযায়ী শ্রমিকদের কোয়ারেন্টিন সেন্টারে পাঠানোর দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয়রা। ঘটনাটি ঘটেছে, কোচবিহার জেলার নাটাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাসপাতাল মোড়ের নাটাবাড়িআলিপুরদুয়ার রাজ্য সড়কে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভের খবর পেয়ে ব্যাবস্থা গ্রহনের আশ্বাস দিয়েছে তুফানগঞ্জ-১ ব্লক প্রশাসন। সেই অনুযায়ী শ্রমিকদের সেখান থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হচ্ছে মারুগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। এখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ডাক্তার নির্দেশ দিলে তাদের কোয়ারেন্টিন সেন্টারে পাঠানো হবে। জানা গিয়েছে, রবিবার নাটাবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১৪ জন পরিযায়ী শ্রমিক গভীর রাতে চুপিসারে দিল্লি থেকে বাড়িতে ফেরেন। ভোরের আলো ফুটতেই বিষয়টি নিয়ে শোরগোল শুরু হয় নাটাবাড়ি বাজারে। শেষে স্থানীয়রা একত্রিত হয়ে পথ অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। যেমন ভাবা তেমন কাজ। স্থানীয়দের যৌথ উদ্যোগে শুরু হয় অবরোধ। টিন ও বাঁশ ফেলে দেওয়া হয় রাস্তায়। এই খবর পৌঁছায় তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের সহকারী সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অরুন কুমার বর্মনের কাছে। খবর পেয়েই শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন তিনি। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তাদের মারুগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আনা হয়েছে। এরপর ডাক্তারের নির্দেশে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে প্রশাসন। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা কমল বর্মন, কৌশিক দাস জানান, রবিবার রাতে দিল্লি থেকে ফেরেন ১৪ জন শ্রমিক। আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারি তাদের কোন পরীক্ষাই করা হয়নি। এই খবর চাওর হতেই শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং কোয়ারেন্টিন সেন্টারে পাঠানোর দাবিতে পথ অবরোধ করি। এখনও পর্যন্ত কোন সরকারী প্রতিনিধি না আসায় অবরোধ চলছে। শ্রমিকদের আমাদের এলাকা থেকে নিয়ে গিয়ে

স্বাস্থ্যপরীক্ষা এবং কোয়ারেন্টিন সেন্টারে রাখার ব্যবস্থা করলেই আমরা অবরোধ তুলে নেব। তুফানগঞ্জ-১ ব্লক প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, শ্রমিকরা আলিপুরদুয়ারে শ্রমিক ট্রেন থেকে নেমে বাড়িতে ফিরে আসেন। আলিপুরদুয়ার থেকে আমাদের এই বিষয়ে অবগত করা হয়নি। যে কারনেই শ্রমিকরা সরাসরি বাড়িতে চলে যান। এদিন সকালেই বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর পুলিশ গিয়ে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে। দাবি মেনে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করায় অবরোধ তুলে নেয় স্থানীয়রা।

সরকারি আবাস প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৮ জুন ঃ সরকারি প্রকল্পের বাড়ি নিয়ে দুর্নীতির প্রতিবাদে উপভোক্তাদের বিক্ষোভ বীরভূমে। অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি পেতে গুণতে হচ্ছে মোটা অঙ্কের টাকা। এমনকি দাবি মতো টাকা না দিলে দেওয়া হচ্ছে না সরকারি বাড়ি। প্রতিবাদে বিডিও অফিসে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বেশ কিছু প্রাপক। এক সময় ব্লক অফিসে প্রধান গেলে তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন প্রাপকরা। প্রধান ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের হুমকির পর ফিরে যান তারা। ময়ূরেশ্বর-১ নম্বর ব্লকের বড়তুড়িগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সনকপুর গ্রামে ৪০ জনের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বাড়ির তালিকায় নাম উঠেছে। অভিযোগ, বাড়ি পেতে পঞ্চায়েত প্রধান কৈলাসপতি বায়েন ফোনে দশ হাজার টাকা করে দাবি করছে। না দিলে বাড়ি দেওয়া হচ্ছে না। এই অভিযোগ তুলে সোমবার ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকে বিক্ষোভ দেখান বাড়ি প্রাপকরা। তাদের দাবি, ক্রমিক সংখ্যা ধরে বাড়ি দিতে হবে। অভিযোগ, টাকা না দেওয়ায় ক্রমিক সংখ্যা টপকে অন্যদের বাড়ি পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। এব্যাপারে ময়ূরেশ্বর বিধায়ক অভিজিত রায় বলেন, বিষয়টি জানি। ব্লকে গতবার ৪৪০০টি বাড়ি দেওয়া হয়। এবারও একই পরিমাণ দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ১৭৫ জন বাড়ি পেয়েছেন। ১২ জন পান নি। তাঁরাও পেয়ে যাবেন। সমস্যাটা এই জায়গায় নয়। পঞ্চায়েত সমিতির এক সিপিএম সদস্য প্রধানকে এড়িয়ে গতবার বিডিও অফিসে তালিকা জমা দেন। তা বিডিও অফিসে রিসিভ হয়ে যায়। তা নিয়ে ঝামেলা হয়। এবার সেটা হতে দেওয়া হয় নি। তাই এসব করা হয়েছে। পঞ্চায়েত বডিকে এড়িয়ে পিএমওয়াইয়ের বাড়ি দেওয়া আইন স্বীকৃত নয়। তবে তালিকাভুক্তরা সবাই বাড়ি পাবেন। টাকা চাওয়ার গল্প ঠিক নয়। এ ব্যাপারে ময়ূরেশ্বর-১ ব্লকের গৌরাঙ্গচন্দ্র বর্মন বলেন, এখন পিএমওয়াই স্কিমে বাড়ি প্রাপকদের রেজিস্ট্রেশন চলছে। সেক্ষেত্রে প্রধানের সহি সম্বলিত নথি জমা দিতে বলা হয়েছে। যে নিয়ম সেটা তো মানতে হবে। কাউকে বাদ দেওয